OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 899 - 909*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848*

# নদিয়ার অপরাধের গতিপ্রকৃতি ও ডাকাতির সুলুকসন্ধান

তৃষা মণ্ডল
Email ID : trishamondal270@gmail.com

***Received Date*** *10. 04. 2025*
***Selection Date*** *23. 04. 2025*

***Keyword***
*নদিয়া জেলা, উনিশ শতক, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, অপরাধ, ডাকাতি , জমিদার শ্রেণীর, লাঠিয়াল, সাধারণ মানুষ, সরকারী উদ্যোগ, ডাকাতির গতিপথ পরিবর্তন।*

***Abstract***
*In the British period specially Nineteenth Century is known for its glorious revolution of knowledge, reformation of society and making of new type of humen who has come across with Western knowledge system. But besides of this one side analysis there were numerous incidents in this period which hasn't get so much popularity like this and among these we've chosen the criminality in a district or division of colonial Bengal province. From the 16th century this district had a grorious effect in knowledge system, king Krishnachandra was a popular king residented here. But after the establishment of British East India company in Bengal, they wanted to capture all the power into their own hand. As a result governor Cornwallis established Police system in the last half of the 18th century. As the result all the zamindars in this province had lost most of their political powers which they couldn't accept. They took the help of the Lathials and the Nadia's zamindar's were among them. There were numerous zamindars in this district, most of them had captured their power by Lord Cornwallis's Land-revenue system. Pal Chowdhury was one of them. But there were some old zamindars also, like- Krishnanagar Raj Paribar, Nakashipara Zamindari etc. All of them had a same issue, they all had a or more-great Lathials, who work as a lathial at the day and at the night they all part as a Dacoit and this was increasing day by day. One time it came out at the sight of British governor and government took this advantage to supress again the Indian common people. This was one type of dacoit, most of the dacoits were among them. But there were numerous types of criminals, not only the dacoits, from the records of the Government we come across with them and we become surprise on seeing that the same crime isses were those days which we face today. Like- Rapes, Burglaries, Killing, marriage problem etc. and also suprising thing that the dacoity type also had changed in the second half. People don't go together to do any dacoity, there was also no use Mashal or worshiping like Kalimata, rather it had become smarter with the situation. In this writing we've tried to find out the Criminality and specially how dacoity was there in the district of Nadia in nineteenth century.*

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

## Discussion

অপরাধের সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা নেই। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে কাজ আইনবিরুদ্ধ তাই অপরাধ। অপরাধ সব সময় আইনবিরোধী কার্যকলাপ, যে কাজ ফৌজদারি আইনকে লঙ্ঘন করে।[১] কোনো অপরাধের ফৌজদারি মনে হলেও, সেই অপরাধ সম্বন্ধীয় কোন আইন না থাকলে অপরাধ বলা যায়না সেটিকে। যেমনভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অপরাধ সম্পর্কিত চিন্তাধারা, অর্থাৎ কাকে অপরাধ বলব আর কাকে নয় তা পরিবর্তিত হয়েছে। বিধবাবিবাহ ও সতীদাহের কথা প্রসঙ্গত আনা যায়।

ফৌজদারি অপরাধ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাপি ইত্যাদি মোটা দাগের অপরাধ, যেগুলির মধ্যে থাকে সুপ্ত বা প্রকাশ্য অমানবিক মানসিকতা। হিংসার মিশ্রণ থাকে এইসব অপরাধের সঙ্গে। কিন্তু কিছু ফৌজদারি অপরাধ এই হিংসাশ্রয়ী অপরাধের তালিকায় পড়ে না। অপরাধ সংগঠিত হয় হিংসার প্রকাশ ছাড়াই, যেমন - জাল, জালিয়াতি, প্রতারণা ইত্যাদি। এই দুরকম অপরাধে জড়িত অপরাধীর শ্রেণিচরিত্র ভিন্ন। চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাপি সাধারণত করে থাকে সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষ যারা অশিক্ষিত এবং অসংস্কৃত। কিন্তু জাল-জালিয়াতি করে তথাকথিত ভদ্র, শিক্ষিত, সমাজে সম্মানজনক স্থানে যাদের অবস্থান। ইংরেজিতে এই অপরাধীদের বলা হয়েছে White-Collar Criminal. এই অপরাধের উৎসস্থল কলকাতার মতো শহর, নগরায়ণের অবাঞ্ছিত উপহার। কলকাতায় এই অপরাধের সূচনা করেছিলেন কলকাতার প্রথম ডেপুটি জমিদার নন্দরাম সেন, পরে গোবিন্দরাম মিত্র। সায়েবদের মধ্যে এরকম অপরাধের প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন ক্লাইভ, অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের সই জাল করে।

অভাব-তত্ত্ব অপরাধের কারণ হিসেবে আপেক্ষিক, চূড়ান্ত নয়। প্রয়োজনটা কি ধরণের এবং কতটা পরিমাণের, তার ওপর নির্ভর করে অপরাধীর চরিত্র। আঠারো শতকে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ যেসব ডাকাতি করত, দেখা যেত ডাকাতরা ডাকাতি করতে গিয়ে কোনও মূল্যবান জিনিস বা সোনা-দানা, টাকা পয়সায় হাত দেয়নি, কেড়ে নিয়েছে গোলাভরা ধান কিংবা অন্য কোনও আহার্য বস্তু। কিন্তু অনেক জমিদারের নেশাই ছিল ডাকাতি করা। তারা ডাকাতি করত বংশপরম্পরায়, নিচু জাতের পেশাদার ডাকাতদের মতো। শহরের অপরাধে ছিল ভিন্ন রঙ। শহুরে জীবন উপভোগের আকাঙ্ক্ষায়, লাগামহীন অর্থলিপ্সার তাড়নায় সংগঠিত হত অপরাধ।

**উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অপরাধজগত ও নদিয়া জেলা :** মনু বলেছিলেন, যে রাজা প্রজার কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে অথচ তাদের সুরক্ষা ও নিরপত্তার ব্যবস্থা করে না, সে জঘন্য অপরাধে অপরাধী। বাংলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেই অপরাধে অভিযুক্ত হন। গ্রামীণ আপরাধদমনে প্রাক-ব্রিটিশ শাসনকালে জমিদারদের যে ভূমিকা ছিল তাতে আঘাত হানেন কর্নওয়ালিশ। জমিদারদের হাতে যে পুলিশি কর্তৃত্ব ও অপরাধীদের বিচারের ক্ষমত ছিল তার ভাল মন্দ বিচার না করে তিনি তাদের হাত থেকে কেড়ে নেন সমস্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা। অথচ জমিদারি পুলিশের পরিবর্তে কোম্পানির প্রবর্তিত পুলিশি ব্যবস্থা সফল হতে পারেনি। যার অনিবার্য পরিণাম ছিল অপরাধ বৃদ্ধি।

ট্রেনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রেসিডেন্সি বিভাগের জেলাগুলোতে প্রচলিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অপরাধগুলির মধ্যে ছিল- রেপ, শিশুহরণ, ভয়াবহ যন্ত্রপাতি সহ আঘাত, মাডার, গবাদি পশু চুরি, চুরি করা সম্পত্তি গ্রহন, জালিয়াতি, ডাকাতি ইত্যাদি। 'রিপোর্ট অফ দ্য পুলিশ অফ দ্য লোয়ার প্রোভিন্স অফ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'-র ১৮৭৭-৮০ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আইন করে এইসময় এই সকল ক্রিয়াকলাপগুলিকে 'অপরাধ' হিসাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল। ফ্রেডারিক জে, মাউত তাঁর জেল রিপোর্টে জানিয়েছেন, ১৮৫৭ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখে ৪৮২ জন কয়েদি ছিল নদিয়ার দয়ার জেলে, যাদের মধ্যে ১৪ জন বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। এই ১৪ জনের বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এদের মধ্যে - ৫ জন চুরি, ২ জন ডাকাতি, ১ জন মার্ডার, ২ জন গবাদি পশু চুরি, ১ জন চুরি করা সম্পত্তি গ্রহণ, ১ জন জালিয়াতি এবং ১ জন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের দ্বারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।[২]

সরকারি রিপোর্ট থেকে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্যান্য জেলাগুলোর অপরাধজগতের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭৭ সালের 'রিপোর্ট অফ দ্য লোয়ার প্রোভিন্স অফ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' অনুযায়ী, যশোরে ১৮৭৭ সালের ৯টি হত্যাকান্ডের ঘটনা

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

ঘটেছিল, অন্যদিকে ২৪ পরগণা জেলায় তা ছিল ৭টি। তবে সবথেকে বেশি ঘটেছিল ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত, চাকরদের অথবা মহিলাদের দিয়ে চুরি, অথবা অন্যান্য খারাপ কাজে বাধ্য করার মতো ঘটনাগুলি।[৩] নদিয়াতে যেখানে মাত্র ২৭টি মামলা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের জন্য করা হয়েছিল, ২৪ পরগণাতে তা ছিল ৫৯টি, যার মাধ্যমে প্রায় ৩৫ জন দোষী চিহ্নিত হয়েছিল; যশোরে জেলায় দোষীর সংখ্যা ছিল ৬৪টি, ৮১টি মামলার মাধ্যমে যা হয়েছিল, তবে মুর্শিদাবাদে মাত্র ৫ জন দোষী চিহ্নিত হয় ১১টি এই ধরনের ঘটনায়।[৪] বস্তুত এই চিত্রায়ন তৎকালীন সময়ে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অপরাধ জগৎকে পরিস্ফুট করে।

উক্ত অপরাধগুলোর মধ্যে অবশ্য ডাকাতির মাত্রা অধিক চোখে পড়ে। ১৮৫৫ থেকে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে নবদ্বীপ, শান্তিপুর থানার থানার দারোগা গিরিশচন্দ্র বসুও তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন -

> "আমি যে কালের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সেই সময়ে বঙ্গদেশের প্রায় সকল জেলাতেই ডাকাতির প্রাদুর্ভাব ছিল এবং যদিও ইংরাজ শাসনের প্রথমাবস্থায় রসুনাথ, বৈদ্যসাথ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি দস্যুগণ যেভাবে অকুতোভয়ে গৃহস্বামীকে পূর্বে সংবাদ পাঠাইয়া ডাকাতি করিত, এই সময়ে সেই প্রথার অনেক লাঘব হইয়াছিল, তথাপি ডাকাইতি ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত এবং কখনও কখনও অতি নিষ্ঠুর এবং নৃশংস ঘটনা সহকারে তাহা নির্বাহিত হইত।"[৫]

নদিয়া জেলাতেও এই ডাকাতি ছিল ব্যাপকভাবে প্রচলিত অপরাধকর্মগুলোর একটি। এটি যেমন একশ্রেণীর মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, অন্যদিকে একদল মানুষের অন্নসংস্থান এবং আরেকদল মানুষের উদ্দেশ্য চরিতার্থের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, ডাকাতি জনজীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে।

ব্রিটিশ বিচারপতি এবং প্রশাসকরা ইতালীয় ডাক্তার Cesare Lombroso-এর (১৮৩৬-১৯০৯) জিন ঘটিত বা বংশজাত অপরাধ তত্ত্ব প্রয়োগ করতেন এদেশের অপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, এদেশের অপরাধীরা বংশগতভাবেই অপরাধী। অপরাধপ্রবণতা তাদের রক্তে। তাই বাগদি, ডোম প্রভৃতির মতো নিচু জাতের মানুষকে তাঁরা দাগিয়ে দিয়েছিলেন অপরাধপ্রবণ জাত বলে।[৬]

জন উইলিয়াম কায়ের তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Suppression of Thuggee and Dacoity'-এও ডাকাতির ক্ষেত্রে একইরকমভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে -

> "I do not mean that there was no such thing as accidental that men not bred and born to the profession Dacoity never, under the force of accidental circumstances, took to Dacoity for a livelihood-but that it was established upon a broad basis of hereditary caste, and was, for the most part, an organic state of society."[৭]

কিন্তু দেখা গেছে, ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮ সালে নদিয়া ডিভিশনের নদিয়া জেল' - এ যে ১৪ জন বিভিন্ন অপরাধে নিযুক্ত অপরাধীর মৃত্যু হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল গোয়ালা, কায়স্থ, ধোবি, হিন্দু, চন্ডাল, ক্যাওড়া, বোমী, মুসলমান (৫ জন) সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা।[৮]

আলিপুর জেলেও যে ২০৩ জন অপরাধী মারা গিয়েছিল, তারা বর্মি, রাজপুত, ডোম, সিপাই, সাঁওতাল (২২ জন), বর্মি, ক্ষত্রী, বিন্দ, ঘাটাল, পোদ, বুমী, সদগোপ, বাগদি, হিন্দু (১১৫ জন), মুসলমান (৪০ জন) সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল।[৯] অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদ জেলে এইসকল অপরাধীরা গোয়ালা, সদগোপ, রাজবংশী, পুরা, বিষ্টা, ধোবী, হিন্দু, মুসলমান (৫ জন) সম্প্রদায় থেকে এসেছিল।[১০] পক্ষান্তরে, যশোর জেলে কেবলমাত্র হিন্দু (৬ জন) এবং মুসলমানদের কথাই জানা যায়।[১১] অর্থাৎ, কোনোভাবেই নির্দিষ্ট করা যায় না যে, অপরাধীদের আবির্ভাব ঘটেছে নির্দিষ্ট শ্রেণী থেকে। বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে মানুষেরা এ সময় অপরাধজগতে প্রবেশ করেছিল, অনেকটা বর্তমানের মতোই।

**A. দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই দশকে নদিয়ার অপরাধজগতের গতিপ্রকৃতি :** নদিয়া জেলা ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকেই ছিল অপরাধপ্রবণ একটি জেলা। কিন্তু উপযুক্ত তথ্যের অভাবে অপরাধগুলোর ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া খুবই দুষ্কর। ১৮১৭ সালে একজন পরিদর্শক লিখেছিলেন -

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

> "I was in Zillah Nadia the year previous to the development of its real internal condition. There was apparently no business for the magistrate. His darogah sent him no reports of dacoities and murders. The arrears in business were small; the duties of his office were easily performed by the magistrate. They occupied, perhaps an hour or two of the day. His assistant had a very easy life."[১২]

এই বক্তব্য থেকে মনে হয়, অধিকাংশ অপরাধের খবর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পৌঁছাতো না। অন্যদিকে, দারোগারা অধিকাংশ সময়ে অপরাধীদের অর্থের বিনিময়ে শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকতেন। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্যগুলিও যে সর্বাংশে সত্য হবে না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

১৮৫০ সালের বাংলার নিম্নপ্রদেশের পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, এই বছরে নদিয়া জেলাতে ৯টি মার্ডার, ৭টি দাঙ্গা, ৭৫৬টি ছিনতাই এবং ২৫৭টি চুরির ঘটনা ঘটেছিল, আর ডাকাতি হয়েছিল ১০২টি।[১৩] পরের বছর অর্থাৎ, ১৮৫১ সালে এই সংখ্যা কিছু ক্ষেত্রে বেড়েছিল। যেমন, মার্ডারের ঘটনা দাঁড়িয়েছিল ১২টিতে, অন্যদিকে চুরির সংখ্যা ২৫৮ হয়েছিল, একই সঙ্গে ডাকাতিও হয়েছিল ১০৯টি। তবে, ছিনতাই কমেছিল, ৬২৫ ছিল তার সংখ্যা এবং দাঙ্গা ১টি কমেছিল।[১৪]

১৮৫২ সালের দিকের রিপোর্টে এই সংখ্যা আরও হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। তবে, ১৮৫৩ ও ১৮৫৪ সালে তা আবার বর্ধিত হয়। নিম্নের তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাতেই তা স্পষ্ট হয়[১৫] -

| Year | Murder | Dacoities | Affray | Burglaries | Theft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1853 | 12 | 74 | 3 | 739 | 285 |
| 1854 | 16 | 28 | 41 | 456 | 153 |

তবে, লক্ষ্যণীয় যে, ১৮৫৫ সালে বিশেষ পুলিশ আইন পাশ করা হয়েছিল। একই সাথে পূর্বের ঠগি এবং ডাকাতি আইনও সংশোধিত হয়েছিল এইসময়। অবশেষে আপরাধগুলির আশ্চর্যজনক বৃদ্ধির প্রভাবে ১৮৫৭ সালেও অপর একটি পুলিশ আইন পাশ করা হয়েছিল। অতঃপর ১৮৬১ সালেও এই রকম একটি আইন পাশ হতে দেখি আমরা।

১৮৬০ এর দশকে এইসকল কাঠারতার প্রভাবে এই জেলার অপরাধজগতের গতিপ্রকৃতি কোন দিকে অগ্রসর হয়েছিল, তা বিশেষ জানা যায় না। তবে, গিরিশচন্দ্র বসুর লেখাপড়ে মনে হয় যতটা দৃঢ়তার সাথে আইন পাশ করা হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে তার প্রতিফলন সম্পূর্ণতা পাইনি। কারণ-ছিল পুলিশি ব্যবস্থার গোড়াতেই গলদ। তিনি লিখেছেন -

> "টাকা লওয়াটা সাধারণ প্রথা ছিল এবং পূর্ব্বে সাহেবরা অনেকেই এই দোষে মুক্ত ছিল না। বর্তমান সময়ে ঘুষ লওয়াকে আমরা যেমন দুষ্কর্ম মনে করি, তখন লোকের সে জ্ঞান ছিল না। ঘুষ না দিলে কোনও কার্য্য হইত না।"[১৬]

এমনকি, ডাকাতদের সঙ্গে থানার দারোগা এমনকি চৌকিদারদের যোগসাধনের কথাও জানা যায় সরকারি রিপোর্টগুলি এবং সমসাময়িক লেখনীগুলি থেকে।[১৭] পাশাপাশি ডাকাতি বা অন্যান্য কারণে লুণ্ঠনীকৃত দ্রব্যের ক্রেতা হিসাবে আবির্ভাব ঘটেছিল 'থাঙ্গিদার' - নামক একশ্রেণীর পেশাজীবি মানুষদের।[১৮]

প্রকৃতপক্ষে, অপরাধ সংঘটিত হচ্ছিল ব্যাপকহারে। ১৮৫৫ সালেই ২০টি মার্ডারের ঘটনা ঘটেছিল। হানাহানি এবং ডাকাতির সংখ্যা কিছুটা কমলেও তার পরিসংখ্যা খুব বেশি হ্রাস পায়নি, যেমন - ডাকাতি হয়েছিল ১৮টি, অন্যদিকে হানাহানি ঘটেছিল ৩৪টি।[১৯] পরবর্তী বছরে অবশ্য আশ্চর্যজনকভাবে মার্ডার, হানাহানি এবং ডাকাতির পরিমাণ খুবই কমে গিয়েছিল, কিন্তু বিস্ময়জনক বৃদ্ধি ঘটে ছিনতাই (৬০৪) এবং চুরির (৩৫৫) ক্ষেত্রে।[২০] এর প্রকৃত কারণ কী ছিল আমরা জানতে অপারগ।

'বেঙ্গল পুলিশ অ্যানুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশান রিপার্টস' (১৮৬৪-১৯১২) যদি আমরা দেখি, ১৮৬৫ সালে প্রেসিডেন্সি বিভাগে ৪৪টি মার্ডারের ঘটনা ঘটেছিল। অন্যদিক, 'Robbery' হয়ে ছিল ১৪টি। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ, ১৮৬৬ সালে দেখি

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

দাঙ্গা ঘটেছে ১৪২টি, ডাকাতির সংখ্যাও ১১৭টি। অন্যান্য আপরাধগুলির মধ্যে রবারি ৫২টি, খুন ৬৮টি, তছরুপি, ১৬৪০টি এবং চুরি ৩৬৫৫টি ঘটেছে।[২১] অনুমান করা যায়, উক্ত ঘটনাগুলির কিছু অন্তত নদিয়াতেও সংঘটিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

**B. পরবর্তী দশকগুলোতে অপরাধের চালচিত্র :** উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই দশকের তুলনায় পরবর্তী তিন দশকে ডাকাতির পরিমাণ খুবই হ্রাস পেয়েছিল প্রেসিডেন্সি বিভাগে। যদিও সরকারি নথিপত্র ঘাঁটলে দেখা যায় ডাকাতির সংখ্যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছিল। ১৮৭০ সালে যেখানে বাংলায় ডাকাতি হয়েছিল ৩৪টি, ১৮৭১ সালে তা ৪০টিতে পৌঁছেছিল, এবং ১৮৭২, ১৮৭৩ এবং ১৮৭৪ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে – ৫৩, ৫৬ ও ৯০টি।[২২] সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ১৮৭৭ সালে নদিয়ায় মাত্র তিনটি ডাকাতিতে পুলিশকে সংযুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে ১৭ জন দোষী হিসেবে স্বীকৃত হয়। তবে, অন্যান্য অপরাধগুলোর প্রভূত সন্ধান এই রিপোর্ট থেকে নদিয়া জেলাতে পাওয়া গেছে, যেমন – ২টি হত্যাকাণ্ড, ১৩টি ধর্ষণ, ৩টি শিশু পাচারের ঘটনা, ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে আঘাতের জন্য ২৭টি মামলা হয়েছিল, যার মাধ্যমে ১৯ জন দোষী হিসেবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, অপহরণ হিসেবে ১৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, ৯ জন দোষী চিহ্নিতও হয়েছিল।[২৩]

বস্তুত, এই সময়ে অন্যান্য জেলাগুলোতে অপরাধের সংখ্যা, অন্তত সরকারি রিপোর্টে খুবই হ্রাস প্রাপ্ত দেখা যায়। ১৮৭৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, চব্বিশ পরগনা জেলায় মাত্র ৭টি মামলা পুলিশের হাতে আসে এবং ১ জন দোষী হিসেবে চিহ্নিত হয়। যশোর জেলাতেও ২টি মামলাতে ১ জন দোষী চিহ্নিত হয়েছিল। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে মাত্র ৪টি মামলা পুলিশের দোড়গোড়ায় পৌঁছেছিল, যার মাধ্যমে ১ জন দোষী চিহ্নিত হয়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী, নদিয়াতে যেখানে মাত্র ২৭টি মামলা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের জন্য করা হয়েছিল, চব্বিশ পরগণাতে তা ছিল, ৫৯টি, যার মাধ্যমে প্রায় ৩৫ জন দোষী চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে যশোহর জেলাতেও একই অপরাধে ৬৪ জন দোষী চিহ্নিত হয়। অবশ্য মুর্শিদাবাদে মাত্র ৫ জনকে একই ১১টি দোষী সাব্যস্ত হতে দেখা যায়।[২৪]

১৮৭৯ সালের 'রিপোর্ট অফ দ্য পুলিশ অফ দ্য লোয়ার প্রভিন্স অফ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'- এর রিপোর্টে দেখা যায়, ডাকাতির ঘটনায় মামলার সংখ্যা কমেছে এবং ১টি ঘটেছে মাত্র; যেখানে মুর্শিদাবাদে দেখা গেছে ৪টি ডাকাতি মামলা এবং চব্বিশ পরগণাতে ২টি যদিও।[২৫] অন্যান্য অপরাধের মধ্যে ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে আঘাতের পরিমাণও কিছুটা কমতে দেখা গেছে নদিয়াতে। রিপোর্ট অনুযায়ী, চব্বিশ পরগনাতে এই কারণে যেখানে ৫৭টি এবং যশোহর জেলাতেও ৪৩টি মামলা দায়ের করা হয়, যার মাধ্যমে যথাক্রমে ৩৩ ও ১৫ জন অপরাধী চিহ্নিত হয়, নদিয়া জেলাতে সেই তুলনায় দেখা যায়, মাত্র ১৫টি মামলা হয়েছে উক্ত অপরাধে, যার জন্য ৮ জন অপরাধী চিহ্নিত হয়েছে।[২৬] অবশ্য অপরাধের অভিপ্রায়ে লুকিয়ে ঘরে প্রবেশ, বা ভেঙে ঘরে ঢোকার জন্য মামলার দৃষ্টান্ত ছিল চমকপ্রদ — চব্বিশ পরগণাতে ৫৪২টি মামলা দায়ের, যার মধ্যে ১০৯টি ঠিকঠাক প্রমাণিত হলেও, নদিয়াতে দায়ের করা মামলার সংখ্যা দেখা গেছে ৭৯২টি, ৮৮টি যার মধ্যে সঠিক চিহ্নিত হয়েছে।[২৭] এর পাশাপাশি কিছুটা কম হলেও ছিল, কিডন্যাপ, মার্ডার, রবারি, ধর্ষণ প্রভৃতি ঘটনাগুলো।

শতাব্দীর শেষের দিকেও এই অপরাধপ্রবণতার কোনও বাত্যয় হয়নি। কালেক্টর নবীনচন্দ্র সেন যিনি, ১৮৯৩ সালে ফেনী থেকে রানাঘাটের কালেক্টর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রায় চার বছর রানাঘাট সাবডিভিশনের চারটি মিউনিসিপ্যালিটি— রানাঘাট, শান্তিপুর, উলা এবং চাকদহের সমকালীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তাঁর বর্ণনা থেকে নদিয়ার অপরাধ জগতের পরিচয় পাওয়া যায়; বুঝতে পারা যায়, সেসময় ডাকাতি কীরকম সহজলভ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পাশাপাশি উঠে আসছিল — নারীদের পতিতাবৃত্তি গ্রহণ, সম্পত্তি নিয়ে মামলা, বিশ্বাসঘাতকতা, জুয়োচুরির মতো ঘটনাবলীও।[২৮]

নবীনচন্দ্র সেনের বর্ণনায় শ্লেষ চোখে পড়ে, যখন তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন —

> "আর সেই 'শান্তিপুর, ডুব ডুব, নদে ভেসে যায়' — সেই প্রেমের বন্যা, যাহাতে প্রাণ জুড়াইতে আমি রানাঘাট বদলিতে আনন্দিত হইয়া শান্তিপুর আসিয়াছিলাম, সে প্রেমের বন্যা কোথায়? সেই সীতানাথ

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

> অদ্বৈতের সন্তানেরা আজ কেহ মিউনিসিপেল কমিশনার, কেহ অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, কেহ বা শান্তিপুরের খ্যাতনামা বদমায়েস!"[২৯]

**দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই দশকে নদিয়ার ডাকাতির সুলুকসন্ধান :** নদিয়া জেলা ব্রিটিশ শাসনের সময়কাল থেকেই ছিল অপরাধপ্রবণ একটি জেলা। অপরাধগুলোর মধ্যে ডাকাতি একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অপরাধগুলোর মধ্যে প্রথমতম। উনিশ শতকের প্রথমভাগ থেকেই বিশ্বনাথ, রঘুনাথ, রানা ডাকাতদের মতো দস্যুদের কৃতিত্ব জনমানসে নদিয়া জেলায় ডাকাতিকে একটি বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই দশকেও আমরা বিপুল সংখ্যক ডাকাত এবং তাদের নদিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে ডাকাতির পরিচয় পাই।

নদিয়াতে এই সময় স্থল এবং নদীপথ, উভয় প্রকার ডাকাতিরই সন্ধান পাওয়া যায়। (প্রসন্নময়ী দেবীর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ 'পূর্ব্বকথা'-তে এই নদীপথে ডাকাতির পরিচয় পাওয়া যায় -

> "তখনকার দিনে রাজসাহী হইতে নৌকা যোগে কলিকাতা গমনাগমন যে কত বিপদসঙ্কুল তাহা এদিনে বুঝান বড় শক্ত। পদে পদে লুটেড়া ডাকাত, রাহাগির ও ঠগী। জীবন হাতে করিয়া চলিতে হইত। নদীয়ার গড়োগোয়ালারা সব ডাকাত এবং জমীদারের জ্ঞাতসারেই এ কার্য্য করিত। ডাকাতেরা দিনে গৃহস্থ ব্যক্তির মত নদীতীরে বসিয়া থাকিত, যমদূত বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না।"[৩০]

১৮৫৭-৫৮ সালের ডাকাতি উচ্ছেদ কমিশনের রিপোর্টে ডাকাতি কমিশনার টি.ই. রাজেনশাউ দেখিয়েছেন ১৮৫০ সালে নদিয়া জেলায় ১১৪টি ডাকাতি হয়েছিল। অন্যদিকে ১৮৫১ সালে হয়েছিল ১২৫টি, ১৮৫২ সালে ৬৭টি, ১৮৫৩ সালে ৭১টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। এরপর থেকে ডাকাতির সংখ্যা কিছু কমতে থাকে। ১৮৫৪ সালে যেমন ৪১টি ডাকাতির পরিচয় পাওয়া যায়; অন্যদিকে ১৮৫৫ সালে ২৩টি, ১৮৫৬ সালে ৮টি। কিন্তু, ১৮৫৭ সালে এই সংখ্যা কিছু বেড়ে, ১৫টি হয়েছিল। এমনকি ১৮৫৮ সালেও তা একই সংখ্যাতেই ছিল।[৩১]

১৮৫৫-৫৬ সালের ডাকাতি উচ্ছেদ কমিশনের রিপোর্টে জে. আর. ওয়ার্ডের বক্তব্য থেকে সেসময় শান্তিপুর ও সুখসাগরে অবস্থিত বৃহৎ ডাকাতদলের সন্ধান পাওয়া যায়।[৩২] অন্যান্য স্থানের মধ্যে রানাঘাটেও ছিল বৃহৎ ডাকাতদলের অস্তিত্ব। নদিয়ার পূর্বদিকে কাগজপুকুরিয়া থানাতে ডালু এবং সোনা সর্দারের বড়ো ডাকাতদলের কথা জানা গেছে।[৩৩] স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ঘোষ কৃষ্ণনগরের মায়াকোলের গোয়ালা গ্যাংয়ের অস্তিত্বের কথা বলেছেন।

এই সকল ডাকাতদলের পরিচালিত ডাকাতিগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। এই সময়ে বিখ্যাত মানিক ডাকাতের স্বীকারোক্তিতে ঘর ডাকাতির প্রমাণ পাওয়া যায়। সে তার প্রথম ঘর ডাকাতি অগ্রদ্বীপ থানার জগন্নাথপুরে পদ্মযোগীর বাড়িতে করেছিল।

"ভাগ্যি ভালো যে দোকানের চুলো তখনও জ্বলছে। সে চুলো থেকে খড়ে আগুন রিয়ে নিয়ে আবার পদ্ম'র বাড়ীতে এসে চড়াও হ'লাম। বাড়ীটা মাটির বটে, কিন্তু তালা। দরজা দুটো - আমরা পশ্চিমের দরজা ঘেঁষে একটা গর্ত করে ফেললাম। ঢুকে দেখি যে বারান্দায় দু'জন মেয়েছেলে ঘুমোচ্ছে- তাদের একজনের হাতে রূপোর গয়না। গুলি নিয়ে কয়েকজন ওপর তলায় উঠে গ্যালো। সেখানে পাওয়া গ্যালো শুধু একটী - মেয়েরা বললে যে পদ্মযোগী কাপড় খরিদ করতে বাইরে গেছে, ঘরে নেই। পূবের বারান্দায় গিয়ে দেখি যে দু'জন লোক তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাদের টেনে তুলে কাঁকাকাকি করলাম অনেক। কিন্তু তারা দু ঠোঁট ফাঁকই করলে না। তখন তালা ভেঙে আমরা আর একটী ঘরে ঢুকে পড়লাম।

সেখানে একটি বড় গোছের সিন্দুক ছিলো-সেটাও ভাঙা হ'লো। এত মেহনতের ফল এতক্ষণে ফসলো। সিন্দুকের মধ্যে থবে ঘরে নোতুন কাপড চোপড সাজানো। আমবা সে সব হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিলাম।"

অন্যদিকে এ সময় নাকাশি পাড়ার জমিদারদের ডাকাতি পোষণে সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৫ সালের ২৭ জুন গ্রেফতার হওয়া বিষ্টু ঘোষের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে সে গলাকাটা হরিশের মাধ্যমে নাকাশিপাড়ার জমিদার ইশান বাবুর অধীনে লাঠিয়াল হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল ৭ টাকা ২ আনায়।[৩৪] হরিশ ঘোষ, যে 'গলাকাটা হরিশ' নামেই অধিক

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

প্রসিদ্ধ ছিল, সে প্রথমে ইশানবাবু এবং পরবর্তীতে নাকাশিপাড়ার অপর জমিদার কেশব বাবুর হয়ে কার্যে নিযুক্ত ছিল।[৩৫] সে জানিয়েছিল -

> "If we said 7 or 8 rupees was not enough pay, they replied they would give more, and we must get where we can. The Zamindari amlah all knew very well we commit Dacoity. The Zamindars never prevent us, because we fight for them and the cannot without us."[৩৬]

বস্তুত সরকার এই সময় উত্তরোত্তর ডাকাতি বৃদ্ধির আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ঠগী নিধন কমিশনের মতোই ডাকাতি উচ্ছেদ কমিশন গঠন করেছিল। কর্নেল স্লিম্যান একসময় যার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বস্তুত এই কমিশনের অতিরিক্ত সক্রিয়তার ফলে ক্রমশ এরা গ্রেফতার হতে থাকে।

| **থানার নাম** | **ডাকাতি অপরাধে ধৃত ব্যক্তিদের নাম** |
|---|---|
| সুখসাগর | • রাধাপোতনি বাগদি<br>• আনন্দ বাগদি<br>• ভীম বাগদি<br>• নীলকমল ঘোষ<br>• বদন মুসলমান<br>• পরাণ মুসলমান<br>• আজরাঙ শাহ মুসলমান<br>• দুলাল মুসলমান<br>• শার্তুক মুসলমান<br>• কেষ্ট মুচি প্রমুখ। |
| রানাঘাট | • মদন ঠিকরে<br>• কানাই ঘোষ<br>• গঙ্গারাম ঘোষ<br>• মধু ঘোষ<br>• গোপী গাঙ্গুলী |
| চাকদহ | • বলাই সর্দার<br>• কার্তিক শেখ<br>• প্রেম শেখ<br>• তারাচাঁদ শেখ<br>• বরোদা ব্রাহ্মণী<br>• সোনা ধোপানী<br>• রামাজান শেখ প্রমুখ। |
| নদীয়া (বর্তমান নবদ্বীপ) | • রামকুমার ঘোষ<br>• পারু ঘোষ |

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

| | |
|---|---|
| | • রঘুনাথ ঘোষ গোয়ালা<br>• গদাধর ঘোষ<br>• তিনু ঘোষ<br>• তারিফ মুসলমান<br>• চিনিবাস বাগদি |
| শান্তিপুর | • সুখা মুসলমান<br>• হরিশ ঘোষ গোয়ালা<br>• রাধানাথ মেথর গোয়ালা<br>• নন্দ ঘোষ গোয়ালা<br>• মাধব ঘোষ প্রমুখ। |
| কোতোয়ালী | • হরিশ ঘোষ<br>• বিষ্টু ঘোষ<br>• খুদি ঘোষ<br>• জরিপ শেখ<br>• কুবের ঘোষ গোয়ালা প্রমুখ। |
| মেহেরপুর | • রাজিব যোগী<br>• নুসি শেখ। |
| করিমপুর | • জরিপ সর্দার<br>• কাদির মুসলমান<br>• কাদির শেখ<br>• জিতু খান<br>• কুকড়া শেখ প্রমুখ। |
| কাগজপুকুরিয়া | • সুকুর শেখ<br>• শেখ তাজিমুদ্দিন<br>• গোবর্ধন মুসলমান<br>• ভোলে শেখ<br>• নীলু সর্দার মুসলমান প্রমুখ। |
| অগ্রদ্বীপ | • মদন ঘোষ<br>• লোকনাথ যোগী<br>• ভীম ঘোষ<br>• মেছু ঘোষ<br>• গণেশ ঘোষ প্রমুখ। |

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

**তথ্য :** SELECTIONS FROM THE RECORDS or THE GOVERNMENT OF BENGAL, Published by Authority., N°. XXVI. & SELECTION'S FROM THE RECORDS OF THE BENGAL GOVERNMENT. Published by Authority, N°. XXXI

**দ্বিতীয়ার্ধের পরবর্তী দশকগুলোতে ডাকাতির সুলুকসন্ধান :** উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই দশকের তুলনায় পরবর্তী তিন দশকে ডাকাতির পরিমাণ খুবই হ্রাস পেয়েছিল। যদিও সরকারী রিপোর্ট জানাচ্ছে সমগ্র প্রেসিডেন্সি বিভাগে ১৮৭০-১৮৭৪ সাল পর্যন্ত ডাকাতির বৃদ্ধি হচ্ছিল ক্রমশ।[৩৭] যদিও, রিপোর্ট বলছে, ১৮৭৭ সালে নদিয়াতে মাত্র তিনটি ডাকাতির খবর পুলিশের কাছে পৌঁছোয়, যার ফলে ১৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।[৩৮] এরপর, ১৮৭৯ সালের 'রিপোর্ট অফ দ্য পুলিশ অফ দ্য লোয়ার প্রভিন্স অফ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' - এর রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, নদিয়া জেলায় ডাকাতির ঘটনায় ১টি মামলা হয়েছিল মাত্র।[৩৯] প্রকৃতপক্ষে হান্টার ও তাঁর 'স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল' (১৮৭৭) এও এই হ্রাসের কথা বলা হয়েছে এবং ১৯১০ সালের নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে গ্যারেট সাহেবও জানিয়েছেন —

> "At present there is no form of crime which is specially prevalent in the district. River dacoity, which is characteristic of the eastern districts of the Division, is practically unknown in Nadia. Professional cattle thefts are fairly common, but not to any very marked extent."[৪০]

এতদসত্ত্বেও, এই শতকের শেষপর্যায়ে কিছু কিছু ডাকাতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে নবীন চন্দ্র সেনের 'আমার জীবন'-এ। তিনি ১৮৯৩ সালে ফেনী থেকে রানাঘাটের কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন এবং প্রায় ৪ বছর রানাঘাট সাবডিভিসনের চারটি মিউনিসিপ্যালিটির সমসাময়িক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি লিখেছেন —

> "রাণাঘাটের ভার পাইবার সপ্তাহ মধ্যে চাকদহের এলেকার এ শাস্ত্রসিদ্ধ নৈশ ডাকাতি হইয়া গেল। গভীর রাত্রিতে মশাল আলাইয়া, গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া এবং গৃহবাসীকে নিগ্রহ করিয়া, সম্পত্তি অপহরণ করিয়া ডাকাতেরা চলিয়া গিয়াছে।"[৪১]

তাঁর লেখাতে আরও কিছু ডাকাতির কথা জানা গেছে।

> "তাহার পর আরও একটি ডাকাতি, এবং মাজিস্ট্রেট-মিশনারি সাহেবের হাতার কাছে এক সিঁদ চুরি হইল।"[৪২]

বস্তুত, ১৮৭৭ সালে জে মনরো তাঁর রিপোর্টে ডাকাতির ধরণে যে রূপান্তর এসেছিল এসময় তার প্রতি অঙ্গুলিনিপাত করেছেন—

> "And, generally, it may be said that many of the cases which are called dacoity are more of the description of highway robberies. very different from the popular idea of dacoity, with torches, sacrifices to Kali, and other ceremonies."[৪৩]

কিন্তু, নবীনচন্দ্র সেনের সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, ডাকাতি এই সময় সামান্য হলেও বজায় ছিল, প্রয়োজনের তাগিদে চরিত্রে বদল আসছিল কিছু কিছু এবং একই সঙ্গে পূর্বের রীতিনীতিও রক্ষিত হয়েছিল।

## Reference:

১. Scott, David, *What is crime?* www.open.edu

২. Report of the Jail of Lower Province of Bengal Presidency for 1857-58, The Alipore jail press, Calcutta, 1858, p. 49

৩. Report of the Police of the Lower Province of Bengal Presidency for 1877, Bengal secretariat press, Calcutta, 1878, pp. 35

৪. Ibid, pp. 35

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

৫. রায় অলোক ও উপাধ্যায়, অশোক (সম্পাদিত), *সেকালের দারোগার কাহিনী*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৫৭, পৃ. ২-৩
৬. সুর, নিখিল, *সেকালের অপরাধ জগৎ*, আশাদ্বীপ, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০২২, পৃ. ১৪
৭. William Kaye, John, *The Suppression of Thuggee and Dacoity*, The Christian Literature Society for India, London & Madras, 1897, p. 24
৮. Mouat, Fred. J., Report of the Jail of Lower Province of Bengal Presidency of 1857-58, Alipore jail press, 1858, p. 49
৯. Ibid, p. 52
১০. Ibid, p. 59
১১. Ibid, p. 57
১২. Literary Panorama and National Register, May 1817, p. 226-27
১৩. RSPLPB for 1850, p. 44-46
১৪. RSPLPB for 1851, p. 51-53
১৫. RSPLPB for 1853, p. 51-54
১৬. রায় অলোক ও উপাধ্যায়, অশোক (সম্পাদিত), *সেকালের দারোগার কাহিনী*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৫৭, পৃ. ১৫
১৭. ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল, *বাংলার ডাকাত*, শিশুসাহিত্য প্রচার সংস্থা, কলিকাতা, ১৩৭০ সন, SELECTIONS FROM THE RECORDS or THE GOVERNMENT OF BENGAL, Published by Authority. N. XXVI
১৮. Confession of Bistoo Ghose, Nuddea Gowala Gang. P. 115-117
১৯. Ibid
২০. Ibid
২১. Report of the Police of the Lower Province of Bengal Presidency for 1877, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1878, pp. 35
২২. Report of the Police of the Lower Province of Bengal Presidency for 1877, The Bengal Secretariat Press, pp. 35
২৩. Ibid
২৪. Ibid
২৫. Report of the Police of the Lower Province of Bengal Presidency, 1879, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1878, pp. 35
২৬. Ibid
২৭. Ibid
২৮. সেন, নবীনচন্দ্র, *আমার জীবন*, স্যান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।
২৯. ঐ, পৃ. ৩৭৩
৩০. দেবী, প্রসন্নময়ী, *পূর্ব্বকথা*, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১-১২, ১৪
৩১. Selections from the Records of the Bengal Government, N. XXXI, John Gray, General Printing Department, 1859
৩২. Selections from the Records of the Government of Benga : Reports on the Suppression of Dacoity for 1855-56, N. XXVI, John Gray, Calcutta Gazette Office, Calcutta, 1857, pp. XXII-XXXI

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 102*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 899 - 909*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

৩৩. Selections from the Records of the Government of Bengal, Published by Authority, N. XXVI, Selections from the Records of the Bengal Government : Report Relating to the Suppression of Dacoity in Bengal for 1859, N. XXXIV, G.A.Savielle, Bengal, Printing Company Limited, Calcutta, 1860
৩৪. Confession of Bistoo Ghose, Nuddea Gowala Gang, pp. 115-117
৩৫. Ibid
৩৬. Ibid
৩৭. Report of the Police of the Lower Province of Bengal Presidency for 1877, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1878, pp. 35
৩৮. Ibid
৩৯. Report of the Police of the Lower Province of Bengal Presidency for 1879, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1880, pp. 35
৪০. Garrett, J.H.E, *Bengal District Gazetteer Nadia*, Bengal Secretariat Book Depot, 1910, pp. 12
৪১. সেন, নবীনচন্দ্র, *আমার জীবন*, স্যান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪
৪২. ঐ, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪
৪৩. Report of the Police of the Lower Province of the Bengal Presidency for the Year 1877, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1878, pp. 62